দামুড়হুদায় ১০ পিস ইয়াবাসহ দুই যুবক গ্রেফতার

দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে দুইজন মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ সময় তাদের কাছ থেকে ১০ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।

রবিবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে গ্রেফতারকৃতদের বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়। গ্রেফতারকৃতরা হলেন দামুড়হুদা উপজেলার চারুলিয়া (খাঁ পাড়া) গ্রামের মতেহারের ছেলে ইমরান শেখ (৩০) এবং একই গ্রামের মৃত জামাল উদ্দিন শেখের ছেলে সবুজ শেখ (৩০)।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ উদ্দিনের দিকনির্দেশনায় গত শনিবার দিবাগত রাত ১০টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উপজেলার ভগিরাথপুর এলাকার আমিরুলের রাইচ মিলের সামনে পাকা রাস্তার ওপর অভিযান চালানো হয়। এ সময় অবৈধ মাদকদ্রব্য ১০ পিস ইয়াবাসহ ওই দুই যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ।

গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে দামুড়হুদা মডেল থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে। রবিবার তাদেরকে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়।

দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ জানায়, মাদক নির্মূলে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ উদ্দিন বলেন, “ইয়াবাসহ দুইজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।”

আমরা আলমডাঙ্গার সন্তান সংস্থার পক্ষ থেকে ইউএনও’র কাছে কম্বল প্রদান

ঢাকাস্থ “আমরা আলমডাঙ্গার সন্তান” সংস্থার পক্ষ থেকে শীতার্ত মানুষের মাঝে বিতরণের জন্য ২৫০টি শীতবস্ত্র (কম্বল) আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

শনিবার সকাল ১০টার দিকে উপজেলা পরিষদ চত্বরে আনুষ্ঠানিকভাবে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পান্না আক্তারের কাছে এসব কম্বল প্রদান করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ডা. মনজুরুল ইসলাম বেলু, ডা. ওবায়দুল্লাহ, সুইট এগ্রোভেট লিমিটেডের পরিচালক রফিকুল হুদা, নজরুল ইসলাম, শেখ মনজুরুল ইসলাম রঞ্জু, রফিকুল হক বাবলুসহ অন্যান্যরা।

কম্বল প্রদান অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পান্না আক্তার বলেন, প্রচণ্ড শীতে সাধারণ মানুষ যেন কষ্ট না পায়, সে চিন্তা থেকেই গভীর রাতে ঘরে ঘরে যাওয়ার চেষ্টা করেছি। সমাজের অসহায় মানুষের দুঃসময়ে পাশে দাঁড়ানো আমাদের মানবিক ও নৈতিক দায়িত্ব।

এই সহায়তা কার্যক্রমের মাধ্যমে আমরা সর্বোচ্চ সংখ্যক শীতার্ত মানুষের কাছে পৌঁছাতে চাই।

এ সময় ঢাকাস্থ “আমরা আলমডাঙ্গার সন্তান” সংস্থার পক্ষ থেকে মীর আব্দুল মতিন চৌধুরী, খন্দকার রায়হান আসলাম ও আব্দুল্লাহ আল মামুন সোহেল শীতার্ত মানুষের জন্য কম্বল দিয়ে প্রশাসনকে সহযোগিতা করায় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পান্না আক্তার তাঁদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

দর্শনায় তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের মারামারি: আহত ৫ জন

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ হয় এবং তার একপর্যায়ে বাজার কমিটি অফিস ভাঙচুর করা হয়। এ ঘটনায় ৫ জন গুরুতর আহত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকাল ৪টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন- দর্শনা পুরাতন বাজারের মৃত গনি মিয়ার ছেলে মাংশ দোকানী মোঃ কালু মিয়া (৩৫), আজিমপুরের মৃত বাবু মিয়ার ছেলে রয়েল এক্সপ্রেস পরিবহনের হেলপার মোঃ আসলাম হোসেন (৩০), সুপারভাইজার ও মটর শ্রমিকের নেতা জাকির হোসেন (৪৬), রেল বাজার দোকান মালিক সমিতির মেম্বর শরীফ মেম্বর সহ বেশ কয়েকজন আহত হয়।

জানা গেছে, গতকাল শুক্রবার সকাল ৯ টার দিকে দর্শনা-মুজিবনগর সড়কে মনোরঞ্জন মার্কেটের সামনে পরিবহন বাস ঘোরানোর সময় সেখানে থাকা রেল বাজারের কালু কশাই এর দোকানের সুজন নামের একজনের সাথে রাস্তা থেকে ভ্যান সরানো নিয়ে তর্ক বির্তক সৃষ্টি হয় পরিবহনের আসলামের সাথে এবং তারই একপর্যায়ে আসলামকে মারধর করে সুজন। পরে স্থানীয়রা মারামারি থামিয়ে দেয়। তবে এ ঘটনায় পরিবহনের আসলাম বেশ অনেকটাই আহত হয়।

এরপর বিষয়টি সমাধানের জন্য মটর শ্রমিক ও রেল বাজার দোকান মালিক সমিতির মধ্যে আলোচনা হয় এবং শুক্রবার বিকাল ৩ টায় রেল বাজার দোকান মালিক সমিতির কার্যালয়ে দুই পক্ষ নিয়ে বসা হয়। সমাধানের এক পর্যায়ে মটর শ্রমিকের পক্ষে একজন বহিরাগত দোকান মালিক সমিতির মেম্বরের সাথে উচ্চস্বরে রাগান্বিত হয়ে কথা বলার একপর্যায়ে অফিসের চেয়ার তুলে মারামারি হট্টগোল শুরু হয়ে যায় দোকান মালিক সমিতির কার্যালয়ের মধ্যে।

এ ঘটনায় অফিসের চেয়ার-টেবিল ভাঙচুর করা হয় এবং সেখান থেকে নগদ টাকা ও মোবাইল ফোন ছিনতাইয়ের অভিযোগও করা হয় মটর শ্রমিকের লোকজনের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে দর্শনা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে এ ঘটনায় রেল বাজার দোকান মালিক সমিতির পক্ষ থেকে

আল্টিমেটাম দেওয়া হয় দ্রুত দোষীদের গ্রেফতার করে আইনের আওতায় না আনা হলে রেল বাজারের সকল দোকান বন্ধ করে রাখার হুশিয়ারী দেন।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান বলেন, বিষয়টি জানতে পেরে তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে পুলিশ ফোর্স পাঠিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা হয়। আর এ ঘটনায় দুই পক্ষ থেকে দুইটা লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। আমাদের পুলিশ ফোর্স টহলে আছে এবং আইনী বিষয়ে পুলিশ সতর্ক অবস্থানে আছে।

দামুড়হুদায় খালেদা জিয়ার রুহে’র মাগফিরাত কামনায় স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিল

জাতীয় ঐক্যের প্রতিক, বাংলাদেশের অবিসংবাদিত অভিভাবক ও তিন বারের সাবেক সফল প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের চেয়ারপার্সন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া’র রুহে’র মাগফেরাত কামনায় স্বরণ সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় হাউলী ইউনিয়ন ৩নং ওয়ার্ড যুবদলের আয়োজনে জয়রামপুর স্টেশন সংলগ্ন আখ সেন্টার নামক স্থানে এ স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে হাউলী ৩নং ওয়ার্ড বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আবু হাসান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির। এসময় উপস্থিত ছিলেন, হাউলী ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি ইউসুফ আলী, ৩নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক, ইউনিয়ন বিএনপি’র সিনিয়র নেতা পিয়ার মোহাম্মদ, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান বাচ্চু, সদস্য সচিব মাহফুজুর রহমান মিল্টন, যুগ্ম আহবায়ক সোহেল রানা, উপজেলা যুবদলের সদস্য মমিনুল ইসলাম মমিন, হাউলী ইউনিয়ন যুবদলের অন্যতম নেতা আরিফুল ইসলাম আরিফ, কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক মমিনুল ইসলাম মমিন,

ছাত্রদলের সভাপতি ফারুক হোসাইন বাবু, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক তামিম হোসেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপজেলা বিএনপি’র সহসভাপতি মনিরুজ্জামান মনির বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফেরাত কামনা করে বলেন, এ দেশের গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার রক্ষার আন্দোলনে বেগম খালেদা জিয়ার ভূমিকা ইতিহাসে অনন্য ও অবিস্মরণীয়। বেগম খালেদা জিয়ার আদর্শ, ত্যাগ ও রাজনৈতিক দর্শন বিএনপি নেতাকর্মীদের জন্য আজও প্রেরণার উৎস।

স্মরণ সভায় বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। একই সঙ্গে দেশ ও জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করা হয়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন, জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক শাকিল আহমেদ। দোয়ার অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন, জেলা উলামা দলের সদস্য হাফেজ মাওলানা নাজমুল হুসাইন বিপ্লবী। অনুষ্ঠানটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক কমিটির সদস্য হুমায়ুন কবির ডাবলু।

আলমডাঙ্গায় শীতার্ত মানুষের দ্বারে দ্বারে ইউএনও

আলমডাঙ্গা দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় রেকর্ড স্পর্শ করেছে গত দুই সপ্তাহ জুড়ে। গত দুইদিন হালকা সূর্যের আলো দেখা গেলেও গভীর রাতে নেমে আসে কনকনে শীত আর হিমেল বাতাস।

আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার পান্না আকতার এই কনকনে শীত কে উপক্ষা করে প্রতিদিন গভীর রাতে বেরিয়ে পড়েন শীতার্ত অসহায় মানুষের দ্বারে দ্বারে। খুঁজে খুঁজে অসহায় মানুষের দুর্ভোগ ঘোচাতে গায়ে পরিয়ে দেন শীতবস্ত্র। খোঁজ খবর নেন সংসারের কথা। কর্মহীন মানুষের কষ্টের কথা মনোযোগ সহকারে শোনেন।আপতকালিন ব্যাবস্থা হিসেবে কিছুটা খাবারের ব্যাবস্থা করেন।

গতকাল আলমডাঙ্গা উপজেলা ও পৌর প্রশাসনের উদ্যোগে উপজেলা

চত্ত্বরে কম্বল বিতরণ করেন। এছাড়াও আলমডাঙ্গা আলাউদ্দিন আহমেদ পাঠাগারের উদ্যোগে শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, আলমডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সভাপতি ওমর আলী মাষ্টার। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী অফিসার পান্না আক্তার। তিনি বলেন “এই ধরনের মানবিক উদ্যোগ সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনে। অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোই প্রকৃত মানবতা। তিনি অসহায় মানুষের পাশে দাড়িয়ে সেবা দেবার জন্য সমাজের বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহবান জানান। তিনি আরও বলেন আমি শুনেছি চুয়াডাঙ্গা জেলার আবহাওয়া চরমভাবাপন্ন। গরমের সময় বেশি গরম শীতের মৌসুমে বেশি শীত, যেকারণে অসহায় মানুষের পাশে দাড়িয়ে তাদের শীত বস্ত্র দেয়ার বিকল্প নেই।

কবি গোলাম রহমানের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, আলমডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক হামিদুল ইসলাম। উপস্থিত ছিলেন, কবি হাবিবুর রহমান মজুমদার, কবি সিদ্দিকুর রহমান, ব্যায়ামাগারের সভাপতি ইকবাল হোসেন প্রমুখ।

দর্শনায় ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানাধীন চন্ডিপুর গ্রাম থেকে আওয়ামী লীগ নেতা আবু সিদ্দিক (৬৫)-কে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

গতকাল শুক্রবার ভোর ৪টার দিকে তাকে গ্রেপ্তার করে দর্শনা থানা পুলিশ। গ্রেফতারকৃত আবু সিদ্দিক উপজেলার চন্ডিপুর পূর্বপাড়া গ্রামের মৃত তরিবত মন্ডলের ছেলে এবং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আজ শুক্রবার ভোরের দিকে দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসানের নেতৃত্বে পুলিশের একটি বিশেষ টিম উপজেলার চন্ডিপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে আওয়ামী লীগ নেতা আবু সিদ্দিক-কে গ্রেপ্তার করে।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান ঘটনা সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, গ্রেফতারকৃত আবু সিদ্দিকের বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় নাশকতা মামলা হয়েছে। তাকে দুপুরে চুয়াডাঙ্গা আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে বলেও তিনি জানান।

বিক্ষোভের মুখে ভারতীয় প্রকৌশলীসহ কর্মকর্তারা

কেরুজ চিনিকলের বিএমআর প্রকল্প এখন গলার কাঁটা দাড়িয়েছে মিল কতৃপক্ষের। পহেলা জানুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত ১৬৮ ঘন্টা নতুন বিএমআর প্রকল্পের আখ মাড়াই করতে গিয়ে ৯০ ঘন্টা যান্ত্রিক কবলে পড়ে ১০২ কোটি টাকার বিএমআর প্রকল্প।

দর্শনা কেরুজ চিনিকলের আওতায় আখবাহনের চালক ও আখচাষীদের বিক্ষোভের মুখে পড়ে ভারতীয় বিএমআর প্রকল্পের ইন্জিনিয়ারসহ কেরুজ কর্মকর্তারা।কেরুজ চিনিকলে ২০২৫-২৬ শুরু হয় ৫ ডিসেম্বর। আখ মাড়াই মরসুমের আনুষ্ঠানিক – উদ্বোধন আধুনিকায়নকৃত কারখানায় আখ মাড়াই ডিসেম্বরে হওয়ার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠেনি।

ফলে পুরোনো মিলেই আখ মাড়াই শুরু করা হয়। শুরু থেকেই ভালো চলছিলো মাড়াই কার্যক্রম। ৩০ ডিসেম্বর ছিলো চলতি মরসুমের প্রথম ক্লিনডেট। ৩১ ডিসেম্বর রাত দুটো থেকে আধুনিকায়নকৃত চিনি কারখানায় আখ মাড়াই শুরুর কথা থাকলেও তাও যায় ভেস্তে। পরে ভোরে চালু হয় মাড়াই কার্যক্রম। শুরু হয় মিলে আখ আনা পরিবহন চালক, কৃষক, শ্রমিক-কর্মচারী নানা ত্রুটি দেখা দেয় আধুনিয়কানকৃত জনিত কারণে রবিবার বন্ধ হয়েছে আখ টারবাইনসহ বিভিন্ন মেশিনারিজে সমস্যা দেখা দেয় কারখানায়। মিল হাউজ, বয়লার, ও কর্মকর্তাদের ভোগান্তির শেষ নেই। ক্ষণে ক্ষণে মাড়াই ক্ষণে ক্ষণে বন্ধ। গত ৭ দিনে ১৬৮ ঘণ্টার মধ্যে ত্রুটি জনিত কারণে চিনি কারখানায় আখ মাড়াই বন্ধ থেকেছে ৯০ ঘণ্টা।

তথ্যনুযায়ী ৩১ ডিসেম্বর ৬ ঘণ্টা, ১জানুয়ারি ২৩ ঘণ্টা, ২ জানুয়ারি ৬ ঘণ্টা, জানুয়ারি, ৫ জানুয়ারি ৮ ঘণ্টা, ৭ জানুয়ারি আখ মাড়াই

বন্ধ রাখতে হয়েছে। এদিকে কৃষক ও কেরুজ চিনিকলের আওতায় আখ নিয়ে আসা পরিবহন, পাওয়ারট্রলি কৃষকদের পড়তে হয় ভোগান্তিতে। চাষীরা কোনো উপায়ন্তর না পেয়ে শুর করে বিক্ষোভ। বিক্ষোভহীন অবস্থায় দর্শনা কেরুজ চিনিকলের ব্যাবস্থাপনা পরিচালক মোঃরাব্বিক হাসান লিখিতভাবে জানান, বিএমআর প্রকল্প যান্ত্রিক ক্রুটি হচ্ছে।ফলে মাড়াই কার্যক্রম স্বাভাবিক ভাবে বিঘ্নত হচ্ছে।ফলে আবার ডিজিটাল ছেড়ে আবার এনালক দিয়ে মাড়াই কার্যক্রম শুরু করে।

তাহলে প্রশ্ন ১০২ কোটি টাকার প্রকল্প কি মুখ থুবড়ে পড়বে। তাহলে সাধারণ মানুষ মনে করছে এটা শুভংকরের ফাঁকি। এ বিষয়ে কেরুজ চিনিকলের ব্যাবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান জানান, পুরাতন মিল দিয়ে আখ মাড়াই শুরু হয়েছে কোনো ঝামেলা ছাড়াই মিল সুন্দর ভাবে চলছে।

দর্শনার আজমপুরে গর্তের পানিতে ডুবে শিশু মৃত্য

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় বাড়ির পাশে গর্তে জমে থাকা পানিতে ডুবে এক শিশুর করুণ মৃত্য হয়েছে।

আজ শুক্রবার দুপুর সাড়ে ১২ টার দিকে দর্শনা পৌরসভার আজমপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। মৃত শিশু আবু সাঈদ(৩) দর্শনা আজমপুরের রুবেল হোসেনের ছেলে।

ঘটনার বিবরণে জানা গেছে, আজ শুক্রবার বাড়ির পাশে রাস্তার উপর ছেলে মেয়েদের সাথে খেলা খেলছিলো। খেলতে খেলতে সবাই বাড়ি চলে গেলেও আবু সাঈদ বাড়ি ফেরেনি। তখন আবু সাঈদের মা খুজতে থাকে। খুজতে খুজতে দেখে বাড়ির পাশে গর্তে শিশু আবু সাঈদ পানির উপর ভাসছে তাকে উদ্ধার করে সাথে সাথে তাকে তুলে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে।

এ ব্যাপারে দর্শনা খানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী হাসান বলেন, এ বিষয়ে আমি কিছু জানিনা।

আলমডাঙ্গায় কে.ইউ.বি ইটভাটায় ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

আলমডাঙ্গার মধুপুরে কে.ইউ.বি ইটভাটায় ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযানে চালিয়ে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে।

আলমডাঙ্গা উপজেলার জামজামী ইউনিয়নের ঘোষবিলা এলাকায় অবস্থিত কে.ইউ.বি ইটভাটায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। অভিযানকালে ইটভাটার বৈধ কাগজপত্র ও পরিবেশগত ছাড়পত্র না থাকা এবং অবৈধভাবে ইটভাটা পরিচালনার দায়ে ইট প্রস্তুত ও ভাটা নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৩ এর ৪ ধারা লঙ্ঘনের প্রমাণ পাওয়ায় কে এন বি ইটভাটার মালিককে ৫০,০০০টাকা জরিমানা করা হয়।

গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১২টার সময় উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এ.এস.এম শাহনেওয়াজ মেহেদীর নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

অভিযান শেষে সহকারী কমিশনার (ভূমি) এ.এস.এম শাহনেওয়াজ মেহেদী বলেন, জনস্বার্থ ও পরিবেশ রক্ষায় অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে কোনো ধরনের ছাড় দেওয়া হবে না। আইন অমান্য করে যারা পরিবেশ ধ্বংস করছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অবৈধ ইটভাটা উচ্ছেদে ভ্রাম্যমাণ আদালতের এ ধরনের অভিযান আগামীতে আরও জোরদার করা হবে।

আলমডাঙ্গায় পূর্ববাংলা কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয়

সদস্য মঞ্জুর লাশ উদ্ধার

আলমডাঙ্গা উপজেলার খাসকররা ইউনিয়নের রামদিয়া -কায়েতপাড়া এলাকায় এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার ভোরে কায়েতপাড়া মাঠে মরদেহটি পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয়দের মধ্যে চরম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ভোরবেলায় মাঠে কাজ করতে যাওয়ার সময় কয়েকজন কৃষক প্রথম মরদেহটি দেখতে পান। বিষয়টি মুহূর্তের মধ্যেই এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে ঘটনাস্থলে উৎসুক জনতার ভিড় জমে। পরে খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহটি উদ্ধার করে।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ জানিয়েছেন বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা গেছে তার নাম মঞ্জু, বাড়ী তিওরবিলা গ্রামে। এলাকা বাসি সুত্রে জানাগেছে, সে পুর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির একসময়ের সক্রিয় সদস্য ছিল। অনেকের ধারণা মঞ্জু এখনও আন্ডার ওয়ার্ডের সদস্য হিসেবে ও ভারতে পলাতক পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির নেতা বিশ্বজিৎ এর এজেন্ট হিসেবে কাজ করছিলেন। তার বয়স আনুমানিক ৪০ বছর বলে ধারণা করা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে মরদেহে আঘাতের কোনো সুস্পষ্ট চিহ্ন পাওয়া গেছে কি না, সে বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু জানায়নি পুলিশ।

মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

হঠাৎ মাঠে অজ্ঞাত ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন গুঞ্জনও শুরু হয়েছে। স্থানীয়রা দ্রুত ঘটনার রহস্য উদঘাটন ও মরদেহের পরিচয় শনাক্তের দাবি জানিয়েছেন।

এ বিষয়ে আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, “মরাদেহের পরিচয় ও মৃত্যুর কারণ জানতে তদন্ত চলছে। বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হচ্ছে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।” ঘটনার বিস্তারিত তথ্য উদঘাটনে পুলিশ তদন্ত অব্যাহত রেখেছে।